

—র প্রতি

[শ্রীকৃষ্ণধন দে এম্-এ।]

আমার নিকটে চেয়েছ কবিতা ? বন্ধু, করেছ ভুল !
কাব্য-মধুপ উড়ে' গেছে কবে, বিঁধে দিয়ে গেছে ছল !
পাওনাদারেরা আসে তাগাদায় প্রভাতে রক্ত-আঁখি,
বাড়ীভাড়াটা ও কয়মাস হো'ল পড়ে' গেছে ক্রমে বাকি !
ছেলে গুলো সব চাঁপা পড়ে আছে নানান্ রোগের ভিড়ে,
মেয়ের বিয়ের সন্ধানে ঘুরে' জুতোজোড়া, গেছে ছিঁড়ে !
যে ছাতা আড়ালে এতদিন ধরি' ঢাকিয়া চলেছি মুখ,
ঝড়ে ছিঁড়ে গিয়ে সে-ও আজ প্রাণে দিয়েছে দারুণ দুখ !
বন্ধু, কতই কহিব কাহিনী, কে জানে আরো কি বাকি;—
তুমি নিয়ে থাক স্বপ্ন তোমার “সমরখায়েম-সাকী” ।

বন্দনা ।

ভরিয়া এনেছি ডালাটা আমার
ভক্তি-পুষ্প দলে
এস মা ভারতী আজি এই মম
মানস কুঞ্জতলে ।

শ্বেত বরণের পরাগে যে মাগো
 গুপ্ত গিয়েছে ভরি',
 রচিয়াছি মালা বিবিধ বরণে
 চরণ-পরশ স্মরি' ।

উচ্ছ্বাস বেগে পরাণ আমার
 কূলে কূলে ভরি' আনে
 বন্দনা তাই রচিত্তে ন্মরিমু
 বিবিধ বরণে গানে ।

বিশ্বের মাঝে চেউ উঠিয়াছে,
 চরণ-পরশ লাগি
 নিশি দিন তাই আছি মা, পুলক
 স্পন্দিত প্রাণে জাগি' ।

চরণ নূপুর শুনিমা তোমার
 মলয়ের সমীরণে
 প্রাণের মাঝারে দোলন জাগায়
 বিকশিত কাশবনে ।

কানন তোমার কুঞ্জ রচে মা
 শেফালী মালতী দিয়া,
 প্রাস্তুর তব শয্যা রচে মা
 জোনাকি আলোক নিয়া ।

তরু মর্ম্মরে শুনিতে পাইগো
 তব বন্দনা গীতি ;
 বিহঙ্গমের ললিত কণ্ঠে
 তোমারি স্তবের রীতি ।

ডাকি গো মা তাই অন্তঃস্বামী মাঝে
ভক্তি-পুষ্প নিয়ে,
শত জনমের বেদনা ঘুচাও
চরণ-পরশ দিয়ে ।

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

স্বর্গীয় অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

স্বর্গীয় শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বঙ্গবাসী কলেজে আমি ইংরাজি কাব্য-সাহিত্য পাঠ করিয়াছিলাম । তাঁহার অধ্যাপনায় কেমন একটু বৈশিষ্ট্য ছিল । “কাব্যং রশ্মকং বাক্যম্”—সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের এই অনুজ্ঞাটি অনুসরণ করিয়া তিনি ইংরাজি কাব্য সাহিত্যের যে ভাবে ব্যাখ্যা করিতেন তাহাতেও কাব্যরসেরই আনন্দ পাওয়া যাইত । বাস্তবিক, ললিত বাবুর লেকচারগুলি এমন সরস বোধ হইত যে অনেক সময়ে কবি ও কাব্যের কথা ভুলিয়া গিয়া ছাত্রগণ গুরুর ব্যাখ্যা শুনিয়া আনন্দলাভ করিত । বিদেশী কবির মর্ম গ্রহণ করা সেইজন্য সকল ছাত্রের পক্ষেই সহজ হইত ।

ইংরাজি ব্যাখ্যা-পুস্তকে ইংরাজি প্যারালাল প্যাসেজ অনেক আছে, মাঝে মাঝে ল্যাটিন, হিব্রু ও গ্রীক কোটেশনও পাওয়া যায় । বাঙ্গালী ছাত্রের মাহাতে বুঝিবার সুবিধা হয়, সেই উদ্দেশ্যে ললিত বাবু আবশ্যকমত সংস্কৃত বা বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্য হইতে